Episode 50
সাইন্স কমিউনিকেটরস ফোরামের পক্ষে প্রবীর গাঙ্গুলী

চরিত্র

ভবানন্দ বাবু - কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী
অঙ্কিতা - ভবানন্দবাবুর স্ত্রী, অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা।
রনিত - বেসরকারি ব্যাংকে চাকুরীরত কর্মী।
দিশা - ভবানন্দবাবুর ভাইঝি, পরিবেশ বিজ্ঞানের স্নাতক স্তরের ছাত্রী।
সৌম্য - সরকারী স্বাস্থ্যকর্মী।
মইনুল - পুরুলিয়ার বলরামপুরের বাসিন্দা, পেশায় চাষী।

দৃশ্য 1

বেলেঘাটার ত্রিকোণ পার্কের কাছে সম্ভ্রান্ত অঞ্চলের একটি বড় ক্লাব ঘর।

সময় - সন্ধ্যা সাতটা।

বাইরের মৃদু কোলাহল পথচারীদের, গাড়ির আওয়াজ। ক্লাবের ভিতর বেশ কয়েকজন। কেউ টিভি দেখছে। কেউ কাগজ পড়ছে।

রনিত : কীগো ভবাদা, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি, আর কারো গায়ে শীতের পোশাক নেই। শীত কি তাহলে ভ্যানিশ ?

সৌম্য : নারে, আগের মত আর শীতের ঠান্ডা কোথায়। আমারতো গত ৩ ৪ বছরে হাফহাতা সোয়েটারেই চলে যাচ্ছে। জ্যাকেট, শাল আর লাগছে কই ? কী বল ভবাদা !

ভবাদা : সবই পরিবর্তনশীল ভায়া, জলবায়ুর পরিবর্তন, আবহাওয়ার পরিবর্তন, সঙ্গে সঙ্গে ঋতুর আজব পরিবর্তন ! শীতের প্রকোপ থাকবে কী করে ? গতির নিয়মে আমরা ক্রমশ এক অন্য পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চলেছি - আর কি !

রনিত : অন্য পৃথিবী বলতে তুমি কী বোঝাতে চাইছ ? উন্নত পৃথিবী, সুখের পৃথিবী, না নরক পৃথিবী ?

সৌম্য : দেখ ভাই, গরম বাড়ছে, বুঝছি সবাই। তাই বাঁচার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছি চারিদিকে বাতানুকূল জগৎ। বাড়ি গাড়ি দোকান বাজার আধুনিক স্কুল কলেজেও এখনো সকলে বাতানুকূল পরিবেশ খোঁজে। পরিনাম - শরীর ঠান্ডা, সাথে সাথে ভাবনার জগতটাও ঠান্ডা। কোন কিছুই যেন আমাদের চিন্তাভাবনাকে আঘাত করেনা।

ভবাদা - চারিদিকে শুধু বাতানুকূল - সে তো শুধু শহুরে বিত্তজনেদের জন্য। কিন্তু সবকিছু অনুকূল নয় হে, এইতো কয়েকদিন আগে কাগজে পড়ছিলাম - যদি সবকিছু এইভাবেই চলে তবে আমাদের দেশের গড় তাপমাত্রা ২৫.১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, শতাব্দীর শেষে ২৯.১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে পৌঁছাবে। মনে মনে ভাবি শতাব্দীর শেষ তদ্দিনে আমিতো ছবি হয়ে দেওয়ালে - কিন্তু যারা এই ছবিতে মালা দেবে ধুপ জ্বালাবে - তাদের কী হবে ?

রনিত - সত্যিই কী ভয়ঙ্কর পরিণামের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। আমরা এভাবেই একদিন অকালে শেষ হয়ে যাবো - মানব জাতি বিলুপ্ত হতে চলেছে আর আমরা লেখাপড়া জানা শিক্ষিত বলে নিজেদের দাবি করা মানুষ নীরব দর্শকের ভূমিকায় ! আমাদের তো কোন ভূমিকাই নেই । আমরা শুধু সুখ, আরও সুখ, আর স্বাচ্ছন্দ, আরও সমৃদ্ধির পিছনে ছুটেই চলেছি।

সৌম্য : শুধু তাই নয় রে ! আমার মনে পড়ছে - কাগজে মানুষ খ্যাপানো আর ছেলেভুলানো খবরের ভিড়ে মুখ লুকিয়ে ছিল একটা শিহরণ জাগানো খবর - 'আগামী দু এক বছরের মধ্যে প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাবে দেশের ২১ টি বড় শহরের ভূগর্ভস্থ জলের ভান্ডার'।

রনিত - কেন , কদিন আগে টিভিতে দেখেছি একটু জলের জন্য চেন্নাইয়ের মানুষের হাহাকার। আশ্চর্যের বিষয় চেন্নাইয়ের মানুষ যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টির প্রার্থনা করছেন, সেই দেশেরই এক আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টি থামার প্রার্থনা করছেন মুম্বাইয়ের মানুষ। কী চরম বৈপরীত্য !

ভবাদা - হ্যাঁ, মানুষ এটাকে প্রকৃতির খামখেয়াল মনে করলেও বিজ্ঞানীরা স্পষ্টভাবে জানাচ্ছেন এই জলবায়ু বা আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য আমরাই দায়ী। কারখানার ব্রজ আর আগ্রাসী নগরায়নের ফলে ঘটছে বিশ্ব উষ্ণায়ন, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, প্রবল বর্ষণ আর আবহাওয়ার চরম পরিবর্তন।

সৌম্য : না গো ভবাদা, তুমি এটাকে তাৎক্ষণিক আবেগ বল বা বিলম্বে বোধোদয় - ব্যাপারগুলো কিন্তু ভাবাচ্ছে। কিছু একটা করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত। না হলে আগামী প্রজন্মের কাছে আমরা অপরাধী বিবেচিত হব। ওরা কিন্তু আমাদের ক্ষমা করবে না। আর তাছাড়া কতদিন আর নিজের থেকে নিজেরা পালিয়ে বেড়াব ?

রনিত : ভবাদা, তুমিতো শুনেছি এখনো পরিবেশ টরিবেশ নিয়ে কিছু কাজকর্ম করো, পরিবেশ দপ্তরেও ছিলে, তুমি আমাদের ভেতর ঘুমিয়ে পড়া কান্ডজ্ঞানগুলো একটু চাগিয়ে দাও না ! তাহলে একটু ভাবি, নইলে জীবনটা একেবারে ঘেঁটে কাদা মাখামাখি হয়ে গেল !

ভবাদা : ওই যে চা এসে গেছে। নাও সৌম্য তুমি নাও, ওদের সকলকে দাও।

সৌম্য : [চায়ে চুমুক মেরে] সিরিয়াসলি, ভবাদা, তুমি একাই সুখতৃপ্তি ভোগ করবে - আমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করো, আমরাও ছা-পোষা বৃত্তির বাইরের জগতটা একটু চিনি-জানি। তোমার মত লোক আমাদের পাড়ায় থাকতে আমরা এতদিন এসব নিয়ে ভাবিইনি।

ভবাদা : হুমম - তোমরা বরং একটা কাজ করো। কোন এক রবিবার সকালে বাড়ির বাজার-টাজার ছেড়ে আমার বাড়িতে এসো - বিস্তারিত কথা বলা যাবে। তোমাদের বৌদি মানে আমার স্ত্রী অঙ্কিতা এসব ব্যাপারে খুব উৎসাহী। সকলে মিলে বেশ জমিয়ে আড্ডাও হবে আবার আলোচনাও হবে। আমার কাছে বেশ কিছু লেখাপত্র আছে - দেখবে ভালো লাগলে পড়তে নিতে পারো। শোনো একটা কথা বলি, লাফাঝাঁপি করে কিছু হয় না। আগে আমাদের জানতে হবে বাস্তবটা কী। তারপরে তো কী করা উচিত, কিভাবে করা উচিত - তার আলোচনা। না হলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে মূর্খের আস্ফালন। না:, রাত হলো, চলো বাড়ির দিকে এগোই।

সৌম্য : তাহলে কনফার্মড। আগামী রবিবার সকাল দশটায় তোমার বাড়ি। কি ঠিক তো রনিত ?

রনিত : ঠিক আছে - কিন্তু আমার হয়তো একটু দেরি হতে পারে। তোরা শুরু করে দিস। তবে আসছি - ফাইনাল। ব্যাপারটা কিন্তু বেশ ! ভাবতে তো হবেই। আচ্ছা চললাম ভবাদা।

ভবাদা : ঠিক আছে। ওই কথাই রইল। এসো কিন্তু। ব্রেকফাস্টটা আমার ওখানেই হবে। তোমাদের বৌদিকে বলে রাখব। **[হঠাৎ মোবাইলের রিংটোন]** হ্যাঁ, আসছি। একটু দেরি হল।

দৃশ্য 2

[ভবানন্দবাবুর ড্রইং কাম লাইব্রেরী রুম। লং প্লেয়িং রেকর্ডে জর্জ বিশ্বাসের ধীর লয় সুর। রনিত এবং সৌম্য একসাথে ঢোকে। অঙ্কিতা দরজা খুলে দেয়]

অঙ্কিতা : সৌম্যদা, রনিতদারা এসে গেছেন (ভবানন্দ বাবুর উদ্দেশ্যে)। ভিতরে বসুন। আমি বরং ব্রেকফাস্টটা রেডি করি।

ভবানন্দ : এসো, এসো, ভেতরে এসো। তোমরা গুছিয়ে বস। আমি আসছি।
[একটু পরে ফিরে আসেন। সঙ্গে একটি যুবতী]
এই যে, এই হলো দিশা - আমার ভাইঝি। পরিবেশ বিজ্ঞানের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। গতকাল এসেছে। আমাদের আড্ডাটা আজ বেশ জমে যাবে। আয় - তুই ওই চেয়ারটায় বস্। এরা হলেন - রনিত, সৌম্য - আমাদের প্রতিবেশী। আমরা একই ক্লাবের সদস্য। **[মৃদু সৌজন্য বিনিময়। ব্রেকফাস্ট নিয়ে অঙ্কিতা আসে। সকলকে পরিবেশন করে নিজেও বসে]**

অঙ্কিতা : নিন দাদারা শুরু করুন - কথা পরে হবে। না হলে খাবার ঠান্ডা হয়ে যাবে।

সৌম্য : তাহলে ভবাদা শুরু করে দাও। গত দুদিন ধরে এসব নিয়েই ভাবছি। অনেক কিছু জানতে হবে **[হেসে]** না, সত্যিই আমরা হলাম গিয়ে ডিগ্রিধারী গণ্ডমূর্খ। টিভি আর কাগজের জগতেই রয়ে গেলাম। আমাদের দৌড় তো শুধু খবর পর্যন্ত, চটকদার হাবিজাবি খবর।

রনিত : আরে সৌম্য ! তুই তো একটু সিরিয়াস কথাবার্তা বলছিস্ । তারমানে ভবাদা তোর ভেতরটা বেশ চাগিয়ে দিয়েছে বল্। না, মানে আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অনেকটা সেরকমই।

ভবানন্দ : তাহলে কি আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি ?

সৌম্য : ভবাদা, আমরা মানে বলতে চাইছি আমি আর রনিত কিন্তু এব্যাপারে একেবারেই আনকোরা। একটু বিশদে আমাদের ব্যাপারগুলো বুঝতে হবে।

দিশা : হ্যাঁ, ঠিক একারণেই আমাদের পরিবেশ সংক্রান্ত মৌলিক ধারণাগুলো একটু পরিষ্কার, পরিমার্জন করে নেওয়া প্রয়োজন। যেহেতু আমি এই বিষয়ে পড়াশোনা করছি - তাই আমার মতে মানুষের চিন্তা-ভাবনার গোড়ায় গলদ আছে। এটাই বাস্তব।

রনিত : কিন্তু বিগত প্রায় এক দশক ধরে তো পরিবেশের প্রাথমিক ধারণা এবং প্রকল্প তৈরিতে স্নাতকস্তর পর্যন্ত জোর দেওয়া হচ্ছে ! তাতে কি সচেতনতা একেবারেই তৈরি হচ্ছে না ?

ভবানন্দ : পরিবেশের পাট দেওয়া হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তা শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা আর পাশ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে ভায়া, বাস্তবে প্রয়োগ হচ্ছে কই ? ফলে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগে। ঠিক আছে - প্রথমে দিশাই শুরু করুক। দেখা যাক ওর থেকে আমরা কতটা জানতে পারি।

দিশা : হ্যাঁ, তাহলে ব্যাপারটা প্রাথমিক স্তর থেকেই আমরা শুরু করি - মানুষের পরিচিত জগতের সবকিছু নিয়েই রচিত হয় পরিবেশ। জগতের মধ্যে যেমন আছে মানুষ, এছাড়াও আছে বিভিন্ন রকমের পশুপাখি, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, মাটি, জল, বাতাস, আলো, উত্তাপ, কলকারখানা, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ইত্যাদি। এই পরিবেশ মন্ডলের মধ্যে প্রাণী ও উদ্ভিদ হলো সজীব উপাদান। অন্যদিকে আলো, বাতাস, জল মাটি এগুলো হলো অজীব উপাদান।

ভবানন্দ : দিশা, একটু অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। বাস্তুতান্ত্রিক সামগ্রিক আলোচনায় পরিবেশের ধারণার মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃতিক যেমন আসে, তেমনই মানুষের সৃষ্টি বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জগত এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোও কিন্তু যুক্ত। হ্যাঁ, দিশা তুমি চালিয়ে যাও।

অঙ্কিতা : আমার একটা জিনিস ঝালিয়ে নেওয়ার দরকার। তুই একটু বল্ - মানুষের - শুধু মানুষের কেন - প্রাণী জগতের কাছে পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা কী এবং কতটুকু ?

সৌম্য : বাঃ বৌদি - আপনি তো আমার মনের প্রশ্নটা করে ফেললেন - হ্যাঁ দিশা, আপনি একটু ব্যাপারটা খোলসা করে বলুন।

দিশা : উত্তরটা একেবারেই সোজা। জীবনের জন্য পরিবেশ অপরিহার্য। খাদ্যের জন্য প্রাণীদের পরিবেশের ওপর নির্ভর করতে হয়। অর্থাৎ খাদ্যের জন্য - অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের ওপর, বসবাসের জন্য মাটি, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এর জন্য বাতাসের অক্সিজেনের ওপর প্রাণীকে নির্ভর করতে হয়। তার মানে দাঁড়ালো পরিবেশ ছাড়া প্রাণীর অস্তিত্ব অসম্ভব। যোগ করা পরিবেশের বিবিধ উপাদানগুলোর উপর জীবনের নির্ভরশীলতা কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। সরলভাবে ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় পরিবেশ মন্ডলের মধ্যে চলতে থাকে প্রাণীর জীবন চক্র।

রনিত : বুঝতে পারলাম - কিন্তু এই পরিবেশের মধ্যে যেভাবে জলবায়ু ও আবহাওয়া ক্রমশ পরিবর্তন হচ্ছে - মানে আমি বলতে চাইছি আবহাওয়ার মধ্যে যে সমস্যাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে - তার যোগসূত্রটা কোথায় ?

ভবানন্দ : দেখ, পরিবেশের যে উপাদানগুলোর কথা দিশা বলল সেগুলো তো স্থির নয়, পরিবর্তনশীল। যদিও সূর্যালোকের ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। পরিবেশের উপাদানগুলোর বিশুদ্ধতা বা গুণগত মান হ্রাস পেলে, পরিবেশের মধ্যে বসবাসকারী প্রাণীদের জীবনযাপনে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। অনেক প্রাণী বসবাসের স্থান বদল করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে, আবার কোন কোন প্রজাতি অবলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। এর ফলে বিদ্যমান পরিবেশের ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ব্যাপারটা কি সংক্ষেপে বোঝাতে পারলাম ?

অঙ্কিতা : বুঝলাম। এর মানে দাঁড়ালো পৃথিবীর পরিবেশ প্রতিকূল হয়ে পড়লে কোন প্রাণীর পক্ষে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

দিশা : এক্কেবারে ঠিক। মানুষের অপরিণামদর্শিতা, অজ্ঞতার কারণে পরিবেশের মান, সুস্থতা এবং ভারসাম্যের অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। এছাড়া আছে মুষ্টিমেয় মানুষের মারাত্মক অবহেলা, জনসাধারণের প্রতিদিনকার অজ্ঞতা ও বদভ্যাস এবং কিছু হঠকারী সিদ্ধান্ত। ফলে পরিবেশের অবক্ষয় ও বিপর্যয়কে অনিবার্য করে তুলছে। এ এক তীব্র সংকট। এ সংকট প্রাণীকুলের, এ সংকট সমগ্র মানবজাতির।

সৌম্য : তাহলে আমাদের এই পৃথিবী, প্রাণীকুল, মানবজাতির অস্তিত্ব গভীরভাবে বিপন্ন। আমরা ক্রমশ সংকটের অতলে তলিয়ে যাচ্ছি। ভবাদা, এই সংকট থেকে মুক্তির উপায় ?

রনিত : মনে পড়েছে - আমি একটা বিজ্ঞান পত্রিকায় পড়েছিলাম - আবহাওয়ার এই চরম পরিবর্তনগুলির মধ্যে আছে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরা।

ভবানন্দ : ঠিক। তুমি যে পরিনামগুলোর কথা বললে সেগুলোর সম্ভাবনা আবার কৃষিনির্ভর, দুর্বল পরিকাঠামোর অঞ্চলগুলিতে বেশি - যেমন মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ। যার অন্যতম প্রমাণ ওই অঞ্চলের কৃষকদের অভূতপূর্ব হারে আত্মহত্যা। কারণ, তাদের জীবন-জীবিকা আজও বৃষ্টিপাত আর অনুকূল তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। কেউ বলতেই পারেন - এ তো চাষীদের কথা। আমি আপনি তো আর চাষী নই, কিন্তু ওই মানুষগুলিই তো আমাদের রোজকার চাল, ডাল, সব্জির যোগান দেয়। আমরা খেয়ে বেঁচে থাকি।

দিশা : সরকারি হিসাবে শুধুমাত্র ২০১৮-১৯ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেমন - বন্যা ঝড় ঝঞ্ঝাতে আমাদের দেশে ২৪০০ জুনের জীবনহানি হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের মতে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা যেমন বাড়ছে, তেমনি ঘনঘন ঘটছে। আর এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে নিঃশব্দে আরো একটি বিপদ বাড়ছে - তা হলো পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি। এটাই আবার বাড়িয়ে তুলছে তীব্র ঝড় বা অতিবৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতের সম্ভাবনাকে - যেমন 'এল-নিনো' বা সম্প্রতি 'বুলবুল'।

অঙ্কিতা : তার মানে হল জলসংকটের ব্যাপারটাও এর সাথে যুক্ত - যেমন চেন্নাইয়ের জল সংকটের করুণ ছবি। যার শিকার হয়েছিল সাধারণ মানুষ থেকে চিড়িয়াখানার পশুপাখিরা, রাস্তার কুকুর সবাই।

দিশা : একেবারে ঠিক ! দ্রুত নগরায়নের প্রয়োজনে বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে জলাভূমি, যথেচ্ছভাবে জলের ব্যবহার এবং অপচয়ের ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নিচে নামছে, আর বাড়ছে জলসংকট। এই জলসংকট ডেকে আনতে পারে অভাবনীয় বিপদ। ভেঙে পড়তে পারে খাদ্য নিরাপত্তা, বিপুলভাবে বাড়তে পারে তাপপ্রবাহে অসুস্থতা এবং জীবনহানির ঘটনা।

সৌম্য : তার মানে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে আমাদের এখনই পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে - আমাদেরই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে।

রনিত : কিন্তু ভবাদা, এত বড় দেশ, এত শহর, অসংখ্য গ্রাম, এ তো এক বিশাল কর্মকান্ড। ব্যক্তিগত স্তরে কতটুকুই বা আমরা করে উঠতে পারব। এর জন্য তো প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ - জাতীয় স্তরে এক বিশাল কর্মসূচি রূপায়নের প্রকল্প।

ভবানন্দ : মুশকিল হল আমাদের দেশই শুধুমাত্র বিপন্ন নয়, বিপন্ন গোটা পৃথিবী। আর এখানেই সেই বিখ্যাত উক্তির কথা বলতে হয় - থিংক গ্লোবালি, অ্যাক্ট লোকালি। অর্থাৎ সার্বিকভাবে ভাবো, আঞ্চলিকভাবে কাজ করো। মনুষ্য প্রজাতি এবং অন্য সকল প্রজাতির প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের সকলকে পরিবেশ সচেতন হতে হবে। কারণ এটা শুধুমাত্র আঞ্চলিক সমস্যা নয়। পরিবেশের ব্যাপক অবক্ষয় আটকানোর জন্য দরকার পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা।

দিশা : মজার ব্যাপার হলো মানুষ যত সভ্য, শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হচ্ছে ততই সে নতুন প্রযুক্তি হাতে পাচ্ছে, প্রকৃতিও মানুষের কাছে সম্পদ আহরণের ক্ষেত্র হয়ে উঠছে। এর অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি - পরিবেশে, জলবায়ুতে, আবহাওয়ায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। সহ্যের শেষ সীমায় বিশ্ব। অনেক দেরি হয়ে গেছে, আক্ষেপ করার সময়টুকুও নেই আমাদের হাতে।
সৌম্য : **[একটু গম্ভীর, ধরা গলায়]** তাহলে উপায় ? নিঃশব্দে মানবজাতি ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে। আমরা নীরব দর্শক হয়ে মৃত্যুর অভিমুখে মরণযাত্রায় যোগ দেব ?

রনিত : ভবাদা, আমাদের এ ব্যাপারে কিছু করা দরকার - এ বিষয়ে তো আর সন্দেহ নেই। কিন্তু কিভাবে ?

ভবানন্দ : দেখ, কাজ যে হচ্ছে না এমন নয়। প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছার। জলবায়ুর এই দ্রুত পরিবর্তন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে গোটা পৃথিবীতেই সরকারিভাবে নীতি প্রণয়ন, বেসরকারি উদ্যোগে মানে বিভিন্ন NGO গুলো গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে, শহরাঞ্চলে, মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও জাতীয় স্তরে, রাজ্যস্তরে কাজকর্ম হচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন আইনি পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার পরে একগুচ্ছ আইন প্রণয়ন হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে আঞ্চলিকভাবে প্রচার এবং উদ্যোগের অভাব আছে। এজন্য আমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করা, আমার মনে হয়, একান্ত জরুরী।

অঙ্কিতা : আমাদের সংগঠনটার ব্যাপারে বলো না ওদের। আমরা তো বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করছি - বিশেষত গ্রামাঞ্চলে।

দিশা : এটা কিন্তু ঠিক 'পরিবেশ আন্দোলন' নয়। সংঘাত তো থাকবেই, পাশাপাশি যেটা দরকার সেটা হলো পরিবেশ বিপর্যয় বা জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রশমিত ও অভিযোজিত করার জন্য কর্মপরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কর্মকাণ্ড।

ভবানন্দ : হ্যাঁ, আমরা খুব ছোট পরিসরে হলেও বিভিন্ন মঞ্চ বা ফোরামগুলোর মত 'বসুধা বাঁচাও'
নামে একটা ব্যানারে কাজকর্ম করছি। এর মধ্যে কিছু আছে শহরের মানুষ, তবে বেশিরভাগ গ্রামের শিক্ষিত কিশোর কিশোরী, বয়স্ক প্রান্তিক মানুষজন, মহিলারা, ওখানকার স্কুলের কিছু শিক্ষক - এই সব মিলে আর কি ?

সৌম্য : তোমরা কোথায় সেন্টার করেছ ? আমরা কি সেখানে যেতে পারি ?

রনিত : হ্যাঁ, এখানে ক্লাবে শুধু আড্ডা মেরে সময় নষ্ট না করে অফিসের পাওনা ছুটির দিনগুলোতে আমরাও যেতে পারি।

ভবানন্দ : তবে চলো, নেক্সট শুক্রবার পুরুলিয়ার বলরামপুর। বেশি না এখান থেকে গাড়িতে ৬/৭ ঘন্টা। দুদিন কাজকর্ম করে রবিবার ফেরা যাবে। আমরা তো মাসে দু-তিনবার যাই ওখানে। ওখানে আমাদের আদি বাড়ি আছে। থাকা খাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না। শুধু ৬/৭ জন ধরে এমন একটা গাড়ি চাই।

সৌম্য : গাড়ির দায়িত্ব আমার। বুঝলি রনিত, জয়দেবের গাড়িটা নিয়ে নেব। চলো যাই।

দৃশ্য 3

স্থান - বলরামপুর গ্রামের একটি বিশাল চারণভূমি। আশেপাশে বেশ কিছু লোকের বাস। প্রায় সবই একচালা ঘর। অনতিদূরে একটি বেশ বড় একতলা বাড়ি। সামনে বিশাল উন্মুক্ত জায়গা। বেশ কিছু লোক নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। ভবানন্দ বাবুদের গাড়িটা থামতেই কয়েকজন এগিয়ে আসে।

মইদুল : রাস্তায় অসুবিধা হয়নি তো স্যার ? ওরে বাবা এবার তো দলবল নিয়ে। বৌদি ম্যাডাম কোথায় ? আসুন আপনারা নেমে আসুন। মালপত্র নামানোর ব্যবস্থা করছি। ওই গুর্জর, নমিতা - তোরা আয় মালপত্রগুলো নামা। স্যার ওষুধপত্র এনেছেন তো !

ভবানন্দ : হ্যাঁ, হ্যাঁ সব এনেছি। এনারা কলকাতার থেকে এসেছেন। দেখো, ওদের যেন অসুবিধা না হয়। ওঃ তুমি পঞ্চায়েতে গিয়েছিলে। ওরা কি আমাদের প্রস্তাবে রাজি আছেন ?

মইদুল : রাজি বলতে বাধ্য হয়ে। ওরা সরকারি প্রকল্পের বাইরে কিছু করতে চায়না। ওরা চায় আমরা যেমন কাজ করছি করি - ওরা সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে। আমাদের কর্মসূচিতে ওদের আপত্তি নেই।

ভবানন্দ : বুঝলাম। রাজনীতির সেই চেনা ছক। শুধু রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তার বাইরে ওরা যাবে না। যাক বিকেলে সভাটা হচ্ছে তো ?

মইদুল : হ্যাঁ, সব প্রস্তুতি শেষ। লোকজন আসা-যাওয়া শুরু করেছে। জানতে চাইছে।

ভবানন্দ : চলো, সৌম্য-রনিত, তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম নিয়ে নাও। গ্রামের হাইস্কুলের হলঘরে আজ একটা আলোচনা সভা আছে। সেখানে যেতে হবে। অনেকেই আসবেন।

সৌম্য : আলোচনার বিষয় কি ভবাদা - পরিবেশ সংক্রান্ত - না অন্য কিছু ?

রনিত : সেটাতো বিকেলেই বুঝতে পারবি - খুব কৌতুহল হচ্ছে না তোর ? ভবাদা, সৌম্যতো একেবারে চার্জড।

দৃশ্য 4

স্থান - গ্রামের হাই স্কুলের হলঘর। চেয়ারগুলো প্রায় ভর্তি। সব মিলিয়ে প্রায় ৪০/৫০ জন লোকেদের গুঞ্জন। আয়োজকদের ছুটোছুটি। পুরো সভাটা মাইক বিহীন। শ্রোতাদের দিকে মুখ করে কয়েকজন বসে।

ভবানন্দ : এবার তাহলে আমরা শুরু করছি। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা একটু বন্ধ করুন। আর যদি কারো কিছু বলার থাকে হাত তুলবেন। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো জলবায়ুর পরিবর্তন এবং আমাদের করণীয়। প্রথমে বলবে দিশা।

দিশা - নমস্কার। প্রথমেই বলি - আবহাওয়ার পরিবর্তন, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের বাড়বাড়ন্ত আর জলের সংকট কোন আলাদা আলাদা সমস্যা নয়, একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। তাই আলাদা ভাবে এর সমাধান সম্ভব নয়। তাই আমরা চাই আঞ্চলিকভাবে পরিবেশ সচেতন হয়ে, সামগ্রিকভাবে পরিবেশ সংরক্ষণে এগিয়ে আসতে। আমরা এখানে যে কর্মসূচি গুলো ইতিমধ্যে শুরু করেছি - তা দ্রুত শেষ করে আরো কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এর জন্য চাই সব ধরনের মানুষের সহযোগিতা।

ভবানন্দ : মইদুল - আমরা যে কর্মসূচি গুলো নিয়ে কাজ করছি - সেটা সকলকে একটু বলো। কারণ, এখানে বেশ কিছু নতুন লোক এসেছেন। তারাও শুনুক এবং কাজে নামুক।

মইদুল : আমরা ইতিমধ্যে চারটি বিষয় নিয়ে কাজ শুরু করেছি - সেগুলো হলো, অরণ্যের পরিচর্যা ও সংরক্ষণ, কৃষিজমির পরিচর্যা, মানুষের সৃষ্ট দূষণ প্রতিরোধ আর পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি। অর্থাৎ স্থানীয় অধিবাসীদের আমরা বনের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে তাদেরকে বনাঞ্চল রক্ষায় কাজে লাগাচ্ছি। অরন্যের পরিচর্যার জন্য আমরা নতুন চারা গাছ - যেমন শাল, শিমুল, শিরীষ গাছের প্রায় 2000 চারাগাছ রোপন করতে পেরেছি। শুধু তাই না, নতুন চারাগাছযুক্ত অঞ্চলে পশুচারণ বন্ধ করতে পেরেছি। চারাগাছগুলিকে কীটপতঙ্গ ও

রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা চালাচ্ছি। এই কাজে আমাদের গ্রামের কিশোর কিশোরী এবং বয়স্ক মানুষজন যুক্ত আছেন। মহিলাদের ব্যাপারটা বৌদি ম্যাডাম বলবেন।

অঙ্কিতা : মনে রাখতে হবে আমাদের সমাজে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় মহিলাদের ভূমিকা অনেক। গৃহ পরিচালনা, সন্তান প্রতিপালন, ঘরের চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, আবার পুরুষের কাজে সহযোগিতা - সবই সামলান। আবার আমাদের ভাবতে হবে এখানকার নিম্নবিত্ত মানুষের জীবিকা অর্জনের কথা। তাই আমরা খুব ছোট করে হলেও মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণের কাজকে মেলাবার চেষ্টা করছি। যেমন জঙ্গল থেকে শাল পাতা সংগ্রহ করে ঘরে ঘরে ছোট মেশিনের সাহায্যে পাতার ব্যাগ, থালা, বাটি তৈরি করে বাজার ধরার চেষ্টা করছি .....দিশা কি কিছু বলতে চাইছ ?

দিশা : এর মধ্যে দিয়ে আমাদের দুটো কাজ হচ্ছে - একাধারে মহিলারা কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারছেন - আর শাল পাতা কুড়াতে গিয়ে তারা জঙ্গল সাফাইয়ের কাজটাও করে ফেলছেন এবং বনভূমিকে দাবানল লাগার হাত থেকে বাঁচাচ্ছেন। তার মানে হল জীবিকা অর্জনের পাশাপাশি তারা বনভূমি রক্ষার প্রহরী হিসেবে কাজ করছেন....

মইদুল : স্যার, আপনি একটু ন্যাপিসিসির কথাগুলো যদি সংক্ষেপে সকলকে বলে দেন। এখানে উপস্থিত বেশ কয়েকজন আমাকে জিজ্ঞেস করছিল - ভালো করে বুঝাতে পারিনি...

ভবানন্দ : ন্যাপিসিসি মানে এন এ পি সি সি - পুরো কথাটা হলো ন্যাশনাল একশন প্লান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ - অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা বা নীতির মূল বিষয় হলো পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা। এর পাশাপাশি সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বল অংশগুলির উন্নয়ন ও সুরক্ষা - এবং জাতীয় অর্থনৈতিক দিক গুলির গুণগত পরিবর্তন - অবশ্যই পরিবেশের স্থায়িত্ব বজায় রেখে ..... হ্যাঁ, রনিত তুমি কি কিছু বলতে চাইছ ?

রনিত : না, মানে - আমি জানতে চাইছিলাম এটাই কি সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট - অর্থাৎ স্থিতিশীল উন্নয়ন ?

ভবানন্দ : একেবারে ঠিক ধরেছ ....WCED... অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট যে ব্যাখ্যা - তা সরলভাবে বললে দাঁড়ায় এটি হলো সেই উন্নয়ন যা

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনে, প্রকৃতির কোন রকম ঘাটতি না ঘটিয়ে বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন পূরণ করবে। আর এ কারণেই আমাদের প্রাথমিক কাজ হল প্রকৃতির সংরক্ষণ করা। কিন্তু কেন ? এর উত্তরটাও সোজা। ভবিষ্যতে মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান অব্যাহত রাখার জন্য, বহতা উন্নতির মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানো, এবং সর্বোপরি বাস্তুতন্ত্র অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। একমাত্র তাহলেই পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকতে পারে আর আবহাওয়া এবং জলবায়ুর আকস্মিক পরিবর্তনকে রোখা যাবে। না হলে বিপর্যয় অনিবার্য।

অঙ্কিতা : বিপর্যয়ের নানাভাবে আমাদের জীবনে নেমে আসে। ভূমিকম্প, বন্যা, খরা, পাহাড়ি এলাকায় ধ্বস, ঘূর্ণিঝড় আরো কত কি - সে কারণেই আমাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকলে হবে না। প্রতিটি অঞ্চলের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে - বনভূমি রক্ষা, কৃষিজমি পরিচর্যা, জলাভূমির দেখভাল, সমস্ত ধরনের দূষণ রোধ এবং বাস্তুতন্ত্রের জীবেদের সংরক্ষণ প্রভৃতি কাজে। আশাকরি সকলেই বুঝতে পারছেন আমাদের করণীয় কাজ গুলি কী কী ?

দিশা : আমরা এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিটি গ্রামে আপাতত দশটি করে দল গঠন করতে পেরেছি - এবং প্রতিটি দলের কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। কাজ চলছে। ভালোই সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

মইদুল : আমরা অন্যান্য গ্রামের সাথে কথাবার্তা চালাচ্ছি - যাতে সেই গ্রামগুলোতেও এই 'বাঁচাও বসুধা'-র দল তৈরি করা যায়। এছাড়া ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করেছি - যাতে আমাদের কাজের মডেল অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

ভবানন্দ : তাহলে মইদুল - আজ এখানেই শেষ করা যাক। প্রত্যেকে আবার বাড়ি ফিরবেন। আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন - আপনারা ভাবুন, প্রয়োজনে আমাদের টিমগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাদের সাহায্য করব।

সভার শেষে বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে...
[রাস্তা আধো অন্ধকার। দূরের ল্যাম্পপোস্টগুলি থেকে আবছা আলোর আভাস। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। মাঝে মাঝে দু একটা বাদুরের চিৎকার। কিছুক্ষণ অন্তর শিয়ালের ডাক। দূরে কোন গ্রাম থেকে ভেসে আসে কুকুরের ঘেউ ঘেউ]

মইদুল : স্যার, আজকের সভাটা বেশ ভালোভাবেই করা গেল। আলোচনা ও বেশ ভালো হয়েছে কি বলেন দাদারা ?

রনিত : [কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে] হ্যাঁ দারুন, আমাদের তো এক ভিন্ন স্বাদের অভিজ্ঞতা হল। এতদিন কুয়োর ব্যাঙ হয়ে পড়েছিলাম - চারপাশের জগৎ সম্পর্কে আইডিয়াটাই ছিল না।

সৌম্য : গ্রামের সাধারণ মানুষ যতটা প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন - শুধু সচেতন নয় - যতটা যত্নবান, আমরা শিক্ষিত লোকেরা তার ধারেকাছেও নয়। আমরা হলাম গিয়ে কাগুজে পন্ডিত।

ভবানন্দ : সৌম্য - এখানেই শেষ নয় - সবে শুরু। কাল সকালে তোমাদের নিয়ে যাব মাঠে, জঙ্গলে - দেখাবো আমরা কিভাবে হাতে কলমে কাজ করি এবং শেখাই। বুঝবে পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান - শুধু সিলেবাসে থাকলে হয়না, মানুষকে প্রকৃতির কাছে নিয়ে গিয়ে কিভাবে মেলবন্ধন ঘটাতে হয় সেগুলো জানা দরকার।

দিশা : কাল আমিও যাবো তোমাদের সাথে। আমার কিছু কাজ আছে।

অঙ্কিতা : আমি আপনাদের সাথে কাল সকালে থাকতে পারবো না। গ্রামের মহিলাদের নিয়ে মানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মেয়েদের নিয়ে একটা আলোচনা আছে।

ভবানন্দ : আচ্ছা ঠিক আছে - আমি, দিশা, সৌম্য, রনিত আর মইদুল চলে যাব। ঠিক আছে মহিদুল ?

মইদুল : হ্যাঁ, স্যার ঠিক আছে। আমি তাহলে আমার বাড়ির পথ ধরলাম। আচ্ছা দিশা দিদি, দাদারা কাল দেখা হবে।

ভবানন্দ : সকাল ছ'টায় তুমি চলে এসো। আমরা রেডি থাকবো - কি সৌম্য পারবে তো ?

সৌম্য : পারবোনা মানে - পারতেই হবে।

[সকলে মিলে সমবেত হাসির রোল]